দৈনিক বাংলা

050

তারিখ 20 JAN 1987

পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

পাঠ্যপুস্তক প্রহসন

হোসনে আরা শাহেদ

ঠোঁটেঠাঁটের ঘর, খোদা রক্ষা কর। এই হচ্ছে এখন অবস্থা। অন্ততঃ বাংলাদেশের টেক্সট বুক বোর্ড থেকে প্রকাশিত বইগুলোর অবস্থা তাই। পত্রিকায় সংবাদ বলছে—বই মিলছে না। নতুন বইয়ের চেহারা এখনও দেখা যাচ্ছে না। ওদিকে সরকারী নির্দেশে ৮ই জানুয়ারী থেকে প্রতিটি স্কুলে ক্লাস চালু হয়ে গেছে। সরকারী আদেশই বলেছে—আসছে ৬ই এপ্রিল থেকে প্রথম টার্মিনাল, ২৩শে জুলাই থেকে দ্বিতীয় টার্মিনাল ও প্রাক-নির্বাচনী এবং নির্বাচনী ও বার্ষিক পরীক্ষা যথাক্রমে ২৫শে নবেম্বর ও ২রা ডিসেম্বর থেকে শুরু করতে হবে। এছাড়াও নানা ধরনের টিউ টোরিয়াল ও টুকিটাকি পরীক্ষাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ সংবাদ পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

পরীক্ষা নিতে বই লাগে—বই লাগে ক্লাস চালাতেও। মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ বক্তৃতা-পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল নয়। এমন কি এর কাঠামো রেফারেন্স বই-কেন্দ্রিকও নয়। এই স্তরে নির্দিষ্ট বই শ্রেণীকক্ষে পড়াতে হয় এবং বইয়ের মধ্যে লিখিত লাইন, স্তবক, অধ্যায়—এসবের চুলচেরা বিশ্লেষণমূলক পঠন দিতে হয়। এছাড়া বইয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত 'অনুশীলনী'ও অনুসরণ করাতে হয়।

করতে হয়, সঙ্গত কারণেই করতে হয়। যেহেতু মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে স্তরে স্তরে।

বোর্ডের বই প্রকাশে দেরী হচ্ছে। অথচ ক্লাস শুরু করতে হয়েছে। এই অবস্থায় ছাত্র-অভিভাবক-শিক্ষকরা মারাত্মক বেকায়দায় আছেন।

স্কুলের সর্বশ্রেণীতে নির্দিষ্ট পাঠ্যবই প্রয়োজন এ কারণেই। বই না-পেলে যে ক্ষতি হয়—তা শুধু পাঠ্যসূচী দিয়ে পূরণ করা চলে না।

এসবই জানা কথা। পুরনো কথা। সহজ জ্ঞানের কথা। এতো কাল আমরা দেখেও আসছিলাম তা। ইদানীং সময় মতো বই পাওয়া—না-পাওয়া রীতিমত সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই—এ সংকট ফি-বছর নতুন আঙ্গিকে দানা বাঁধছে ও এর কলেবর বৃদ্ধি করছে।

কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না—এ যুক্তি শাস্ত্রের কথা। বোর্ডের বই বছরের প্রথমার্ধে এমন দুর্লভ হওয়ার কী কারণ, এও খতিয়ে দেখা যায়। দৈনিক বাংলার রিপোর্ট বলছে, বই প্রকাশ বিলম্বের জন্য টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির ধীরে চল নীতিকে দায়ী করেছেন—অন্য দিকে প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি বাইন্ডারদের ধর্মঘট ও নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে কাগজ যথাসময়ে না-পাওয়াকে প্রধান কারণ বলেছেন।

বাইন্ডারদের এমন সময়োচিত ধর্মঘটের কারণও নাকি অকারণ নয়, এমন ধারণা অনেকে পোষণ করছেন। কাগজ সময় মত না-পৌঁছানোর কারণ অবশ্য অজ্ঞাত।

পত্রিকার বিশদ বর্ণনায় যা জানা যায়, তাতে প্রতীয়মান হয় একটি বই লেখা থেকে শুরু করে বাঁধানো অবধি যতগুলো ধাপ আছে, এর কোনটির মধ্যেই 'মিল' নেই। নির্দিষ্ট যে লক্ষ্য অর্থাৎ জানুয়ারীতে পয়লা তারিখেই বই প্রাপ্তি এই লক্ষ্যটা সকল স্তরের সকলের মধ্যে সমান বিদ্যমান—এমন বলার উপায় নেই। এটি এমন একটি ক্ষেত্র সেখানে প্রতিটি স্তরেই যেমন একই লক্ষ্য হওয়া চাই—তেমনি চাই লক্ষ্য পূরণে সমান সদিচ্ছা। মাত্র যে কোনও একটি স্তরের টালবাহানা, বিচ্যুতি, বিস্মৃতি—বাকি সকল স্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করতে বাধ্য।

তাই হচ্ছেও। শুরুর দিকে সংশ্লিষ্ট বোর্ড যে প্রবল উৎশাহ উদ্দীপনা ও শ্রম দিয়ে যাত্রা শুরু করেন, শেষ মুহূর্তে এসে সকলি গরলে ভেল হয় কেন? হয় কো-অর্ডিনেশনের অভাবে। এই জন্য যে পরিমাণ তৎপরতা দরকার, তা কার্যকর করার জন্য কি তাঁদের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা দেয়া হয়নি? বিষয়টি স্বচ্ছ নয়। যদি না হয়, তবে তা দুঃখজনকই। কেননা, এমন একটি বিশেষ এবং বিশাল বিষয়ে কাজ ফলপ্রসূ হতে হলে তার জন্য কোনও না কোনও পর্যায়ে কারও ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকতে হয়।

ঢিলে-ঢালা নীতি কোথায় নেই? উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে কোথায় চাপানো হচ্ছে না? তবে কিছু কিছু জায়গা হচ্ছে—তা উপেক্ষণীয় হতে পারে না। কারণ তাতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক এবং সামগ্রিকই কেবল ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না—তার জন্য দুর্ভোগ ও হয়রানি ঘটছে জনসাধারণের। আজকাল দশাটি এমন হয়েছে—সাধারণ মানুষ আসান চায় না—শুধু দুর্ভোগ থেকে রেহাই চায়।

পুরোপুরি বাঁচতে না পারলেও ভোগান্তির মাত্রাটা কম হোক, তা-ই চায়। এখন এক-বারের কাজ দশবারে হলেও মানুষ বর্তে যায়। শুধু ব্যর্থতাকেই তার ভয়। বইয়ের ক্ষেত্রেও কেন যেন প্রতি বছর তা-ই হচ্ছে, হয়। বই দেরিতে পাওয়ার শংকার সঙ্গে আছে বই পাবো কি পাবো না—সেই ভীতিও। টেক্সট বুক বোর্ড চলতি বছর কয়েকটি ক্লাসের কিছু কিছু বই পরিমার্জিত ও সংশোধিত করেছেন। এ পরিমার্জনা ও সংশোধনের প্রয়োজন ছিল। তবে তাও কি সঠিকভাবে হয়েছে? স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যাশিত যে নতুন বিন্যস্ত বই-ই শিক্ষার্থীদের হাতে যাবে। কিন্তু যেহেতু যথা সময়ের বই সময়ে বের হতে পারেনি, সেহেতু পুরনো স্টকের গর্হিত বইগুলো বাজারজাত করেছে। এখানেও রহস্য—কি করে এসব বর্জিত বই বাজারজাত হতে পারে। ফলাফলটা তাহলে কি দাঁড়াবে। একই শ্রেণীতে একই বিষয়ে দু রকমের বই। অসুবিধা দেখা দেবে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ের।

আমাদের কথা একটিই। এ সমস্যার কি সমাধান নেই? সুরাহা কি হতে পারে না এ বিশৃংখলার? সরকারের বিপুল অর্থ ব্যয়ে এবং কিছু কিছু সর্ব স্তরের সরকারী কর্মচারীর মেধা ও শ্রমে যে শুভ উদ্যোগ নেয়া হয়—তা কেন এমন করে বিফলে যায়?

এসব কেন-র জবাব নয় আজ সবাই ফয়সালা চায়।

একাডেমিক বছরের শুরুতে লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিতে বই পাওয়া যাবে—এটা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাটুকুকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন যথেষ্ট আগে ভাগে। আমরা মনে করি, জানুয়ারীর জন্য বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি আগের বছরের সেপ্টেম্বরে করাই যথেষ্ট নয়। নয় বোধগম্য কারণেই। ইংরেজী সেই প্রবাদ প্রণিধানযোগ্য—পূর্ণ চায়ের পেয়ালাটি ঠোঁটে পৌঁছানোর এই সামান্য সময়ের মধ্যেও বিস্তর বিপর্যয় ঘটতে পারে। বিড়ম্বনা ও বিলম্বের জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় হাতে রেখে কাজে হাত দেয়া সমীচীন। এতে কিন্তু লোকসান নেই। বরং লাভ প্রচুর। সময় যখন অঢেল থাকে ঢিম-তালা নীতিও ব্যর্থ হয় ব্যর্থতা ঘটাতে। সুযোগ সন্ধানীরা বঞ্চিত হয় ধর্মঘটজনিত চাপ সৃষ্টির চিরন্তন কৌশল থেকে। এছাড়া ছাপা, বানান, বাঁধাই—প্রতিটি ব্যাপারে সময় পাওয়া যায় বলে বইয়ের চেহারাও ভালো হতে পারে।

টেক্সট বুক বোর্ড এই বাঁধাই ও সর্বোপরি বইয়ের ছাপা ও কাগজের মান সম্পর্কে ভাবতে পারেন। একমাত্র তাঁরাই এর সুফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করতে সক্ষম। আজ আমরা যারা বিভিন্ন পেশায় আছি, তাঁরা শৈশব কৈশোর স্মরণ করুন। দেখুন নতুন উত্তীর্ণ ক্লাসে নতুন বইয়ের সৌষ্ঠব। ছবি কাগজ, ছাপা ঝকঝকে, চকচকে নতুন ফুলের গন্ধের মতোন মন সৌরভে ভরে দিতো। এ সৌরভ বৃদ্ধি করতো আকর্ষণ—যে আকর্ষণ প্রত্যক্ষ উৎস হতো নিয়মিত পাঠের।

সেসব বই বংশপরম্পরায় পড় গেছে। বাঁধাইয়ের শিথিলতা ছিল অকল্পনীয়। অভিভাবকের ও স্বস্তি লাভ হতো। আজকের বই কেন ছিঁড়ে যায় পৃষ্ঠা উল্টাতে গেলে? টান দিলে কেন বাঁধাই খোলে? এসব দিকই ভাবতে হবে। কেননা মানুষ হতাশ হয়ে উঠছে। দেয়ালে পিঠ ঠেকছে।

সবশেষে আবার অনুরোধ—জানুয়ারীর বই ডিসেম্বরের শেষেই যেন বাজারে ছাড়া হয়। পরবে, আনন্দে, উৎসবে বর্ণাঢ্য পণ্যসম্ভারে ভরে যায় বিপণিকেন্দ্র—বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ঘোষণা হয় সরবে সগৌরবে—বইয়ের ক্ষেত্রে, পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে কেন এমন বিলম্ব হবে? এ-ও তো সীজনভিত্তিক উৎসব হতে পারে! টেক্সট বুকের বই ছাড়া অন্যান্য বইতো সব সময় মতো বেরিয়ে জোর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে? এ ক্ষেত্রেও সফল হওয়া চলবে যদি একটু ইচ্ছে থাকে। ইচ্ছে নামের ফুল কবে ফুটবে?